96836 - কতটুকু আমলরে মাধ্যমে নামাযরে ওয়াক্ত পাওয়া যায়?

প্রশ্ন

আমি ঘুম থকেে জগেে জোহররে নামায আদায় করছে। আমি দ্বতিীয় রাকাতে থাকা অবস্থায় মুয়াজ্জনি আসররে নামাযরে আজান দয়িছে। এমতাবস্থায় আমার নামাযরে হুকুম কী?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

ফকিাহবদি আলমেগণ এই মর্মে একমত হয়ছেনে য, যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শষে হওয়ার আগে এক রাকাত নামায পড়তে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে। যদি এক রাকাতরে চয়েওে কম পরমিাণ পয়েে থাকে; তবে সে কি ওয়াক্ত পলে; নাকি পলে না– এই নয়িে তারা মতভদে করছেনে।

একদল আলমেরে মত, শুধু তাকবীরে তাহরমিা পাওয়ার মাধ্যমইে ওয়াক্ত পাওয়া যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি ওয়াক্ত শষে হয়ে যাওয়ার আগে তাকবীরে তাহরমিা উচ্চারণ করতে পারল সে ব্যক্তি নামায পলে এবং তার নামায আদায় হসিবেে গণ্য হব; কাযা হসিবেে নয়। এটি হানাফি ও হাম্বলি মাযহাবরে অভমিত।

অন্য একদল আলমেরে অভমিত হল, পূর্ণ এক রাকাত না পলেে ওয়াক্ত পাওয়া হল না। এটি মালকেি ও শাফয়েি মাযহাবরে অভমিত। এটাই অগ্রগণ্য অভমিত। যহেতেু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “যে ব্যক্তি এক রাকাত নামায পলে সে নামায পলে”।[সহহি বুখারী (৫৮০) ও সহহি মুসলমি (৬০৭)]

এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সূর্যোদয়রে আগে ফজররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি ফজররে নামায পলে। যে ব্যক্তি সূর্যাস্ত যাওয়ার আগে আসররে নামাযরে এক রাকাত পলে সে ব্যক্তি আসররে নামায পলে।”[সহহি বুখারী (৫৭৯) ও সহহি মুসলমি (৬০৮)]

প্রথম মতাবলম্বীরা দললি দনে আবু হুরায়রা (রাঃ) কর্তৃক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হাদসিটি দয়িে, যে হাদসিে তনিি বলনে: “যে ব্যক্তি সূর্য ডোবার আগে আসররে নামাযরে এক সজেদা পলে সে ব্যক্তি যনে নামায পূর্ণ করে। আর যদি কউে সূর্যোদয়রে পূর্বে ফজররে নামাযরে এক সজেদা পায় তাহলে সে যনে নামায পূর্ণ কর”।[মুত্তাফাকুন আলাইহি] নাসাঈর বর্ণনাতে এসছে- “সে নামায পলে”। তাছাড়া নামায পাওয়ার সাথে যদি নামাযরে কোন হুকুম সম্পৃক্ত হয়

সক্ষেত্রে রাকাত পাওয়া বা রাকাতের চেয়ে কম পাওয়া উভয়টা সমান। যেমন- জামাত পাওয়া, মুসাফির ব্যক্তি মুকীমের নামায পাওয়া। প্রথম হাদিসটি তার মাফহুম দিয়ে প্রমাণ করছে; আর মাফহুমের চেয়ে মানতুক এর দলিল অধিক উত্তম।

[দেখুন: আল-বাযি-এর 'আল-মুনতাকা' (১/১০), তুহফাতুল মুহতাজ (১/৪৩৪), আল-মুগনি (১/২২৮) ও আল- ইনসাফ (১/৪৩৯)।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

দ্বিতীয় মত হচ্ছে: এক রাকাত না পেলে নামায পাওয়া যাবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল সে নামায পেল"। এই মতটিই সঠিক। এটি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মনোনীত অভিমত। কেননা এ ব্যাপারে হাদিসের বাণী সুস্পষ্ট। হাদিসটিতে রয়েছে জুমলায়ে শারতিয়া مَنْ أدرك ركعةً فقد أدرك ... অর্থ- যে ব্যক্তি নামাযের এক রাকাত পেল সে নামায পেল)। এই হাদিসের মাফহুম হচ্ছে- যে ব্যক্তি এক রাকাতের চেয়েও কম পেয়েছে সে নামায পায়নি।

এ মতভেদের ভিত্তিতে অন্য পাওয়াগুলোও নির্ভর করে। যেমন- নামাযের জামাত পাওয়া: এটা এক রাকাতের মাধ্যমে পাওয়া যাবে? নাকি শুধু তাকবীরে তাহরিমার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? সঠিক মত হচ্ছে- এক রাকাতের মাধ্যমে জামাত পাওয়া যাবে। যেমনটি সর্বসম্মতিক্রমে এক রাকাত নামায পাওয়ার মাধ্যমে জুমার নামায পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে এক রাকাত পাওয়া ছাড়া জামাত পাওয়া যাবে না।[আল-শারহুল মুমতি (২/১২১)]

যেহেতু মুয়াজ্জিন আসরের আযান দেয়ার আগে আপনি যোহরের প্রথম রাকাত নামায পড়েছেন সুতরাং আপনি ওয়াক্তমত নামায আদায় করেছেন।

দুই:

ঘুমন্ত ব্যক্তির ওজর গ্রহণযোগ্য। ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুম থেকে জাগার পর নামায আদায় করা তার উপর ফরয হয়। আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে তিনি বলেন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: যে ব্যক্তি নামায পড়তে ভুলে গেছে কিংবা নামায না পড়ে ঘুমিয়ে গেছে এর কাফ্ফারা হল যখন তার স্মরণে পড়বে তখনি নামায আদায় করা।[সহিহ বুখারী (৫৭২) ও সহিহ মুসলিম (৬৮৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেন: "ঘুমের ক্ষেত্রে অবহেলা হিসেবে ধর্তব্য নয়। অবহেলা হল- যে ব্যক্তি নামায পড়ে না; এমনকি অন্য ওয়াক্তের নামায হাযির হয়ে যায়। কারো এমন হয়ে গেলে সে যেন জেগে উঠার পর নামায আদায় করে নেয়।"[সহিহ মুসলিম (৬৮১)]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।